জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫

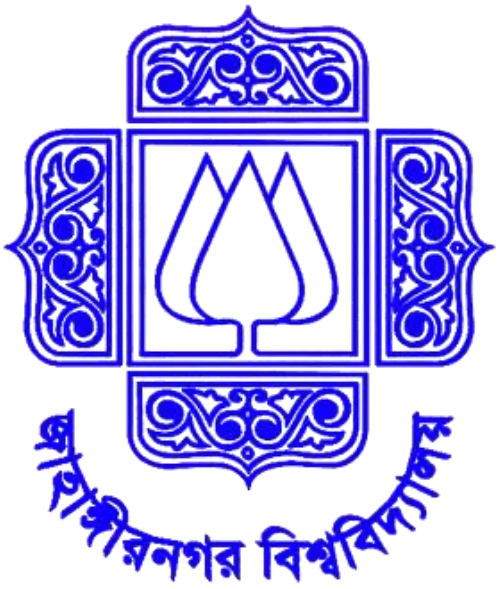

প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২

১। শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

ক. **এই বিধিমালা "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০২৫" নামে অভিহিত হইবে।**

খ. ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ

ক. **"কমিশন"** অর্থ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন কমিশন ২০২৫;

খ. **"দেওয়াল"** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস, বিভাগ, অনুষদ, হল এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুতের লাইনের খুঁটি, খাম্বা, কালভার্ট ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

গ. **"নির্বাচন"** অর্থ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫;

ঘ. **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

ঙ. **"পোস্টার"** অর্থ কাগজ, রেক্সিন, ডিজিটাল ব্যানার বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোনো মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোনো প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোনো ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

চ. **"প্রার্থী"** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী যার বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা আছে এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

ছ. **"যথাযথ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ নির্বাচন কমিশিন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিক্ষক বা কর্মকর্তা;

জ. **"যানবাহন"** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যানবাহন;

৩। মাদকাসক্ত কোনো ব্যক্তি নির্বাচণে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। সরকার স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠানে ডোপ টেস্ট করিয়া সদনপত্র প্রার্থিতা সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দান করিতে হইবে;

৪। **নির্বাচনী প্রচারণাঃ** নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে বিধি ৫ হইতে বিধি ১৭ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৫। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) প্রচারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে। তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান [বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু] করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে; তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে।

(গ) সভা করিতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোনো সড়কে সভা কিংবা পথসভা করিতে পারিবে না এবং প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিও করিতে পারিবে না;

(ঙ) কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা কর্তৃপক্ষের নিকট শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(চ) নির্বাচনী প্রচারনায় কোনো বহিরাগত ব্যক্তি থাকিতে পারিবে না;

৬। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ

ক. কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নিম্নে উল্লেখিত স্থান বা যানবাহনে কোনো প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত কোনো আবাসিক ভবনের দেয়াল, গেইট, অফিস, বিভাগ, অনুষদ, হল এবং উহাদের সীমানা দেয়াল, গাছ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দন্ডায়মান বস্তুতে; তবে শর্ত থাকে যে, যে কোনো ভবন, অফিস, হলের নোটিশ বোর্ডে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবে। একইসাথে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান কোনো গ্রাফিতির উপর কোনো প্রকার নির্বাচনী পোস্টার স্থাপন করা যাইবে না।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন ও অন্য যেকোনো ব্যক্তিগত যানবাহনে; তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দিস্ট স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

খ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি তথা বিনষ্ট করা যাইবে না।

গ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারনায় ব্যবহৃতব্য পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।

ঘ. উপ-বিধি (গ) এ উল্লেখিত ছবি সাধারণ ছবি হইতে হবে এবং কোনো অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোনো অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

ঙ. নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টার এর আয়তন ৪০ (চল্লিশ) সেন্টিমিটার × ৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না।

৭। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোন নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারনার সময় কোনো প্রকার যানবাহন (মোটর সাইকেল, প্রাইভেট কার, পিকআপ ভ্যান) ব্যবহার করা যাইবে না। কোনো বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনোরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

৮। **ধর্মীয় স্থাপনা ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারনায় কোন মসজিদ, মন্দির ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৯। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোনো দালান, ভবন, কালভার্ট, সড়ক, যানবাহন বা অন্য কোনো স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোনো লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

১০। **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) কোনো ধরনের নির্বাচনী প্যান্ডেল তৈরী করা যাবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য বা কোনো শার্ট, টি-শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(ঙ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনোরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১১। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বা বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা [উস্কানিমূলক বা মানহানিকর] কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) অনলাইনে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণাকালে অন্য কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কারো বিরুদ্ধে মানহানীকর বা অপপ্রচার বা অশোভন বা উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোনো ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বা অন্য কোনো Arms বহন করিতে পারিবেন না।

(ঙ) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

১২। প্রচারণার সময়ঃ কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারনায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৪। মনোয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধঃ

(ক) কোনো প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(খ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

১৫। নির্বাচনী প্রার্থীর খরচঃ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হল সংসদ নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

১৬। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকারঃ

ক. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা, কর্মচারী, **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।**

খ. **কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।**

গ. **পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।**

১৭। নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখাঃ কোনো নিবন্ধিত প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

১৮। নির্বাচন-পূর্ব-অনিয়ম ও কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিলঃ

ক. এই বিধিমালার যে কোনো বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন-পূর্ব-অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত প্রার্থী প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবর দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

খ. উপ-বিধি (ক) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

গ. কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ভাবে কমিশনের নিকট কোনো নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন-

- উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা

- তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

ঘ. উপ-বিধি (ক) বা (খ) বা (গ) এ উল্লেখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বিধি মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

ঙ. কমিশন তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যে কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষন করিবে।

১৯। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ

কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করত: আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহার জবাব সন্তোষজনক মনে না করিলে নির্বাচন কমিশন তাহার প্রার্থিতা বাতিলের এখতিয়ার সংরক্ষণ করিবে। এবং "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮" অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/জাকসু সভাপতিকে অনুরোধ করিবেন।

২০। নির্বাচন বানচাল করা বা করার চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ

কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন বানচাল করা বা করার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮" অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে; কমিশন প্রয়োজনে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/জাকসু সভাপতিকে অনুরোধ করিবেন।

31.01.2025
অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার
সদস্য
ডীন (ভারপ্রাপ্ত), জীববিজ্ঞান অনুষদ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. খোন্দ লুৎফুল এলাহী
সদস্য
প্রভোস্ট, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রেজওয়ানা করিম নিশা
সদস্য
প্রভোস্ট, বেগম সুফিয়া কামাল হল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. রাশিদুল আলম
প্রক্টর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য-সচিব
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়